**একটি ভূতুরে দুপুর**

 শিমুল রানী দাস

 প্রধান শিক্ষক

 উত্তর পশ্চিম চরকৈলাশ কান্তারাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

‘উহ্ মা-গো‘! মাথায় ব্যথা পেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মুগ্ধা।ওর সামনে পড়ে আছে একটা সদ্য খাওয়া আমের আঁটি।এটাই পড়েছিল ওর মাথায় । কিন্তু কিভাবে এলো ? সামনে পেছনে তো কেউ নেই।উপরের দিকে তাকাতেই হতবাক হয়ে গেল মুগ্ধা।গাছের মগডালে বসে বসে ছুরি দিয়ে কেটে পাকা আম খাচ্ছে ওর ভাই গল্প ।মুগ্ধা ঊচ্চ স্বরে বলল,‘কিরে ভাইয়া তুই ওখানে বসে বসে আম খাচ্ছিস? কিন্তু তুই না আজ দু দিন মায়ে্র সাথে রাগ করে আম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস? ও বুঝেছি ওপরে ওপরে রাগ করলেও লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিকই খাওয়া চালিয়ে যাচছ, তাইনা? তাইতো বলি আজ গাছে যে পাকা আম গুলো গুনে রেখে যাচ্ছি,কাল সেগুলো থাকছেনা কেন? দাঁড়াও মাকে আমি সব বলে দেব।

গল্পঃ ঠিক আছে বলে দিস্।দেখি তোর কেমন এক ঘাড়ে দুই মাথা আছে।কিন্তু এখন স্কুলে যা।তাড়াতাড়ি যা বলছি।

ভাইয়ের চোখ রাঙানো দেখে আর দাঁড়ানোর সাহস পেলনা মুগ্ধা।ক্ষুব্ধ মনে হেঁটে চলল স্কুলে।এই বড় ভাইটার শাসনে ওর জীবন অতিষঠ। কেবলতো দুই বছরের বড়।তাতেই কেমন দাদাগিরি ফলায় সারাক্ষণ। যেন পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ উনি।রাজ্যের সব বিরক্তি নিয়ে আজ ক্লাস শেষ করল মুগ্ধা ।সোজা বাড়ি চলে আসল।গল্পের চালাকিটা ওর মাথা থেকে কিছুতেই নামছেনা ।ভাইয়া কি এভাবে সব আম খেয়ে ফেলবে? ওদের সবগুলো গাছের আমই মুগ্ধার খুবই প্রিয়। সেই বেল আম গুলো-আকারে একটু ছোট কিন্ত পাকা খেতে একদম অন্যরকম মজার । আরেকটা গাছে আছে পেঁপে আম।আকারে যেমন বড়,খেতে ও তেমনি সুস্বাদু।আর আনারসী আম? সে তো অদ্ভুদ স্বাদে ভরা।মুগ্ধার সব চেয়ে প্রিয় আম সেগুলো।মুগ্ধা শঙ্কা নিয়ে ভাবছে-“ভাইয়া কি আমার সব গুলো প্রিয় আম এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে ফেলবে?আমি কি কিছুই করতে পারবনা? ভয়ে তো কিছু বলতে ও পারছিনা।আবার সইতে ও পারছিনা।না না, কিছু একটা করতে হবে।করতেই হবে“।রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল মুগ্ধা।

পরদিন দুপুর বেলা।মধ্যাহ্ন বিরতিতে বাড়ি এসেছে মুগ্ধা।যথারীতি ভাত খেয়ে স্কুলে চলল ও।আজ মাথায় অন্য ফন্দি।বাকী সময়টা স্কুলে নয়,পুকুর পাড়ের কোণায় আনারসী আম গাছের নীচে কাটাবে ও।সব আম পেকে হলুদ হয়ে ঝুলছে গাছে।নিশ্চয় দু চারটে হলে ও পড়বে।আর সেগুলোই কুড়িয়ে খুব মজা করে খাবে মুগ্ধা।ভাইয়াকে একটা ও দেবেনা।কিছুতেই দেবেনা।

 বৈশাখের উত্তপ্ত দুপুর।চারিদিকে কোন শব্দ নেই।চুপটি করে বসে অপেক্ষা করছে মুগ্ধা।নির্জন থমথমে পরিবেশ।ভালোই হলো আম পড়লে সহজেই শুনতে পাবে মুগ্ধা।হঠাৎ এক পশলা বাতাস বয়ে গেল।আম গাছের পাতাগুলো শন শন করে উঠল।কিন্তু একটা আম ও তো পড়লনা!ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর। আম কুড়িয়ে খাওয়ার পরিকল্পনাটা ভেস্তে যাবে না তো? বাতাসের সাথে গা টা ও কেমন ছম ছম করছে।এমন লাগছে কেন ওর? ও কি ভয় পাচ্ছে?মনে পড়ছে দাদীমার কথা।দাদীমা বলতেন,“ঠিক দুপুর,সন্ধ্যা আর ভোর বেলা কোথাও একা বেরুতে নেই। আলগা বাতাস থাকে।আলগা বাতাস মানে হলো ভয় পাওয়ার মতো কিছু একটা।এখন কি তাহলে সেই আলগা বাতাসই বয়ে গেল ? পুকুরের উত্তর পাড়টায় দক্ষিণ মুখো হয়ে বসে আছে মুগ্ধা।ও অবাক হয়ে দেখল বাম দিকের বাঁশ গাছের পাতা গুলো কেমন নড়ে চড়ে উঠছে।নড়ছে তো নড়ছেই।যেন ঘুর্ণিঝড় উঠেছে।কিন্তু সেটা কেবল একটা গাছের উপর হবে কেন? অন্য গাছগুলো তো একেবারেই শান্ত।হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ হলো মুগ্ধার ঠিক পেছনে।বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল ওর।এটাতো আম পড়ার শব্দ নয়?আম পড়ার শব্দ ও খুব ভালো করেই চেনে।তাহলে কে আসল? মুগ্ধা তাকাতে পারছিল না ।ওর সমস্ত শরীরটা যেন প্রচণ্ড ভারী মনে হচ্ছে।বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করছে।না,আর এক মুহূর্ত ও এখানে থাকবেনা মুগ্ধা।কিন্তু কোথায় যাবে ? এখন ঘরে গেলেই তো মা দেবেন বকা।স্কুলে না গিয়ে এতক্ষণ কোথায় ছিল? কেন ছিল ? হাজারো প্রশ্ন।আবার স্কুলে ও ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে।তাহলে কি করবে মুগ্ধা? এখানে এই ভুতুরে পরিবেশেই ও কে বসে থাকতে হবে? মুগ্ধা উঠে দাড়াল। সাহস করে তাকাল পেছনের দিকে।কিন্তু তাকিয়ে যা দেখল তাতে ওর হাত পা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল।সামনে দাঁড়িয়ে এক বিকট আকৃতির ভুত!এত্ত বড় মাথা, বিরাট দেহ, চোখ দুটো চক চক করছে? নড়েচড়ে আসছে মুগ্ধার দিকে।মুগ্ধার শ্বাস বড় হয়ে উঠছে।নিজের বুকের ধক ধক শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছে ও।মুগ্ধা কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বলছে‘কে,কে তুমি?কেন এসেছ এখানে? কি চাও তুমি? আমার কাছে এসো না ।প্লিজ, এসো না।কিন্তু এ যে কোনো কথাই শুনছেনা মুগ্ধার। এগিয়ে আসছে ওর দিকে। চোখ গুলো আরো বড় হয়ে উঠেছে।ঘন ঘন রঙ বদল করছে চোখের। মুগ্ধা চিৎকার করছে ,বাঁচাও ! বাঁচাও! কিন্তু ওর গলা থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছে না । ঘামতে শুরু করল ও।দানবটা ইয়া বড় বড় হাত বাড়িয়ে দিল ওকে ধরতে।মুগ্ধা সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল ‘মা‘-।তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।যখন চোখ খুলল,দেখল,ও খাটে শুয়ে আছে।বাড়ির সবাই ঘিরে আছে ওকে।পাশে বসে আছে ডাক্তার আঙ্কেল।ও চোখ খুলতেই সবাই বলে উঠল ‘কিরে মুগ্ধা কি দেখেছিলি তুই? ডাক্তার আঙ্কেল থামিয়ে দিলেন সবাইকে।‘এখন মোটেই এসব কথা মনে করানো যাবেনা ।জ্ঞান যখন ফিরেছে ভয়ের কিছু নেই ।আজ রাতে ও কেবল ঘুমাবে ।দরকার হলে ঘরের আলো সারারাত জ্বালিয়ে রাখবেন।আর হ্যাঁ ওকে এখন একা রেখে যাবেন না“।মূহু্র্তেই খবর পৌছে গেল মুগ্ধার স্কুলে।সবার মুখে একই কথা‘মুগ্ধাকে ভুতে পেয়েছে“।শুনে ওদের স্কুলের গোয়েন্দা টিম ছুটে এল রহস্য উদঘাটন করতে । কিন্তু এসে ওরা যা দেখল তাতে ওরাও আঁতকে উঠল।এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য ঘটনা! মুগ্ধার ভয় পাওয়া মোটেই অমুলক নয় ।মুগ্ধার সেই আনারসী আম গাছের পেছনেই রয়েছে বেত গাছের ঝাড়। ঠিক যেন এক বিকট দেহের দানব।গাছের কুন্ডুলি পাকানো পাতাগুলো যেন দৈত্যের মাথা।তার সামনেই আম গাছ থেকে ঝুলে পড়া মাকড়সার আঁশের সাথে দুটো বড় কড়ই পাতা ঝুলছে।বাতাসে নড়ে চড়ে এপিঠ ওপিঠ করছে।ঠিক যেন বড় বড় দুটো চোখ রঙ বদল করছে ।মুলত মুগ্ধা কখনো ক্লাস ফাঁকি দেয় না। কিন্তু আজ এ সময়ে ক্লাসে না গিয়ে এখানে থাকায় ওর মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছিল । মনের সেই ভয়ের সাথে এই দৃশ্যটা ওর মনে সহজেই এমন প্রভাব ফেলেছে ।গোয়েন্দা বাহিনী এভাবেই মুগ্ধার চোখের সামনে বিষয়টি তুলে ধরছে।মুগ্ধা কিছুটা বিশ্বাস, কিছুটা অবিশ্বাস নিয়ে শুনছে ওদের কথা।

‘মুগ্ধা, মুগ্ধা – কোথায় রে মা‘\_ডাকতে ডাকতে সামনে এলেন মুগ্ধার বাবা।হাতে এক ঝুড়ি আম।

মুগ্ধা- সে কি বাবা,এগুলো তো সব আনারসী আম!

বাবাঃ হ্যাঁ রে মা, আনারসী আম।তোর সব চাইতে প্রিয় আম।গাছের সব আম আমি পেরে নিয়েছি তোর জন্য,শুধু তোর জন্য।এই আমগুলো শুধু তুই খাবি। আর কেউ খাবেনা।একটা ও কেউ খাবেনা।আজ এই আমের জন্য কত কিছূইনা হয়ে গেল।

মুগ্ধাঃ কিন্তু বাবা,এভাবে আম খেতে তো আমার ভালো লাগেনা।

বাবাঃ –তাহলে কিভাবে আম খেতে তোমার ভালো লাগে ?

মুগ্ধাঃ এই যেমন ধর, আমি আম গাছের নীচে বসে অপেক্ষা করব,কখন একটা আম পড়বে।অপেক্ষা করতেই থাকব,করতেই থাকব...। হঠাৎ একটা পাকা আম ঝুপ করে পড়বে আমার কোলের উপর।আর সেটা হাতে নিয়ে আমি মজা করে খাব।বলা শেষ না হতেই উপর থেকে একটা আম মুগ্ধার গা ঘেসে টুপ করে এসে পড়ল মাটিতে।টসটসে রসে ভরা পাকা আম।পরে গিয়ে মাথাটা একটু ফেটে গেছে।আর সেই ফাটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে রস।খুশিতে টগবগিয়ে মুগ্ধা আম টা হাতে নিয়েই খাওয়া শুরু করল। মুগ্ধা খুব মজা করে আম খাচ্ছে।চুক্ চুক্ চুক্...। ওর আম খাওয়া দেখে সবাই হাসছে। খিল খিল করে হাসছে।খিল খিল হাসির শব্দে মুগ্ধা চোখ খুলে তাকাল।সে কি এতো বেলা হয়ে গেল, মুগ্ধা বুঝতে ই পারেনি!ওর সামনে দাঁড়িয়ে গল্প খিল খিল করে হেসেই যাচ্ছে।

মুগ্ধাঃ কিরে ভাইয়া, ওভাবে হাসছিস যে?

গল্পঃ হাসব না? হাসছি তো তোর কাণ্ড দেখে।

মুগ্ধাঃ কেন,কি করেছি আমি?

গল্পঃ সেই কখন থেকে তুই চুক চুক করে গায়ের ওড়না টা খেয়ে ই যাচ্ছিস।দেখতো কামড়ে কি করেছিস? \_

মুগ্ধাঃ কিন্তু আমি তো আম খাচ্ছিলাম।

গল্পঃ সে কি রে তুই ঘুমেও আম খাস ? ভারী অদ্ভুত তো ! তা কয়টা আম খেলি সেটা গুণেছিস?

মুগ্ধাঃ না, মানে---\_। মুগ্ধা কে থামিয়ে দিয়ে মা বললেন,‘থাক আর বলতে হবেনা।এখন চোখ মুখ ধুয়ে এসো,

আমি টেবিলে নাস্তা দিচ্ছি‘।‘আচ্ছা ঠিক আছে‘ বলে মায়ের পেছন পেছন চলে গেল ওরা।